তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২৩

**গভীর ভালোবাসা ও উৎসবের আমেজে ইতালিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উদ্যাপিত**

রোম (ইতালি), ১৭ মার্চ :

 ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উদ্যাপন করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস, রোম, ইতালি। ডিজিটাল প্লাটফর্মে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতির পিতা ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন, বাণী পাঠ, দোয়া ও মোনাজাত, গ্রাফিক নোভেল প্রদর্শন এবং দেশি-বিদেশি আলোচকদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা এবং শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

 সকালে জাতীয় সংগীতের সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের পরে দূতাবাসের সভাকক্ষে দিবসটি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। এরপরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্মিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বর্ণাঢ্য জীবনের ওপর নির্মিত একটি গ্রাফিক নোভেল প্রদর্শিত হয়। গ্রাফিক নোভেলটি প্রদর্শনের পরে সুস্মিতা সুলতানার নির্দেশনায় ইতালিতে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাংস্কৃতিক সংগঠন - সঞ্চারি সংগীতায়নের শিশু-কিশোরদের ধারণকৃত একটি মনোজ্ঞ সংগীত (শোন একটি মুজিবরের থেকে ......) পরিবেশিত হয়।

 আলোচনা সভায় সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রাপ্ত ইতালির নাগরিক ভিসেনজো ফালকোনে (ঠরহপবহুড় ঋধষপড়হব) এবং তাঁর স্ত্রী গ্রাজিয়েল্লা মেলানো লাউরা (এৎধুরবষষধ গবষধহড় খধঁৎধ) এ দিনটি উপলক্ষে তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। উল্লেখ্য, এ দম্পতি দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ বাংলাদেশের বসবাস করছেন এবং সাতক্ষীরা জেলায় ঋশিল্পী সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এছাড়া ইতালি প্রবাসী বাংলাদেশি রাজনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচকগণ বঙ্গবন্ধুর কর্মময় গৌরবান্বিত জীবনের ওপর আলোকপাত করে বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতো না মর্মে উল্লেখ করেন। বক্তাগণ বলেন, বঙ্গবন্ধু শিশুদের ভালবাসতেন, তাই আনন্দঘন এ দিনটিকে সরকার জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করছে।

 রাষ্ট্রদূত মোঃ শামীম আহসান তার বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধুমাত্র বাঙালি জাতিকেই স্বাধীনতা অর্জনে নেতৃত্ব দেননি, সারা বিশ্বের নিপীড়িত-নির্যাতিত স্বাধীনতাকামী মানুষের মুক্তি সংগ্রামেও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও মানুষকে প্রেরণা যোগাবেন। তিনি আরো বলেন, ২০২১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ হওয়ায় এ বছরটি বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। রাষ্ট্রদূত বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাঙালিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি প্রদান করা। গণমানুষের এ অধিকার আদায়ের জন্য তিনি সারা জীবন আন্দোলন করেছেন এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে তাঁর কেটেছে প্রায় ১৩ বছর। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব সমগ্র জাতিকে একসূত্রে গেঁথেছিল যার ফলে বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর কিশোর জীবনের কিভাবে তাঁর মানবিক গুণাবলি ও শিশুদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যে তা তুলে ধরেন।

 দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতায় প্রবাসী বাংলাদেশি শিশু-কিশোররা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ী শিশু-কিশোরদের নাম ঘোষণা করা হয়।

#

বাংলাদেশ দূতাবাস,রোম/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২২১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩২২

**বার্লিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও**

**জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন**

বার্লিন, ১৭ মার্চ :

 ‘বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুর হৃদয় হোক রঙিন’-এই প্রতিপাদ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ বাংলাদেশ দূতাবাস, বার্লিন যথাযথ মর্যাদা ও উদ্দীপনার সাথে দূতাবাস প্রাঙ্গণে ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের উপস্থিতিতে জাতীয় সংগীত বাজানোর মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর রাষ্ট্রদূত যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

 পরবর্তীতে রাষ্ট্রদূত মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বাণী এবং দূতাবাসের মিনিস্টার এম মুরশিদুল হক খান প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। এছাড়া, দূতাবাসের কমার্শিয়াল কাউন্সেলর
মোঃ সাইফুল ইসলাম পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের বাণী এবং দ্বিতীয় সচিব মোঃ খালিদ হাসান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলমের বাণী পাঠ করেন। ‘শিশুদের বঙ্গবন্ধু’ বিষয়ক ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

 অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্যায়ে ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক মূল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামমুখর জীবন, কর্ম, আদর্শ এবং একটি স্বাধীন দেশ গঠনে তাঁর ভূমিকা ও অবদানের বিষয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিরা ও দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, কর্ম, আদর্শ আলোচনার পাশাপাশি শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম ভালোবাসার কথা তুলে ধরেন। জাতীয় শিশু দিবসের গুরুত্ব ও শিশুদের জন্য বর্তমান সরকারের মাইলফলক অর্জনসমূহ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বিষয়ে রাষ্ট্রদূত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও নেতৃত্বের গুণাবলি ধারণ করে তাঁর কন্যা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি শিশুদের সুনাগরিক এবং দেশপ্রেমিক হয়ে বেড়ে উঠতে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই নিশ্চিত করছে।

 পরবর্তীতে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষের জন্য দোয়া করা হয়।

#

তৌহিদুল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২১৪২ ঘণ্টা

Handout Number : 1321

**BD New Delhi mission held various programmes**

**on Bangabandhu’s  101st anniversary**

 New Delhi (India) March 17 :

Bangladesh High Commission in New Delhi today celebrated 101st Birth Anniversary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the National Children’s Day 2021 with a resolve to work for realizing his dream of building “Sonar Bangla.”

The day’s programme began with hoisting of national flag by Muhammad Imran at Chancery premises. High Commissioner Muhammad Imran, along with the members of the mission, placed a wreath at the portrait of Bangabandhu in the chancery building.

It was followed by reading out of messages from President Md. Abdul Hamid, Prime Minister Sheikh Hasina, Foreign Minister A.K Abdul Momen and State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam.

In presiding over the meeting Imran said Bangabandhu’s illustrious life was cut short by his assassination in 1975, but his legacy and ideals will inspire the Bengali nation forever. He said main goal of Bangabandhu’s politics was the independence of the country, so he was successful. His daughter our able Prime Minister Sheikh Hasina is also working with the aim of building “Sonar Bangla”.

          He Said “Our children should learn more about our father of the nation, the greatest Bengali of all time, so they can provide future leadership in transforming our country into Sonar Bangla dreamt by him,” he said.

The meeting was conducted by Minister (Political) Md. Nural Islam, where Brigadier General Md Abul Kalam Azad, Defence Adviser spoke on the occasion.

A special ‘munajat’ (prayers) was offered seeking divine blessings for Bangabandhu and those were brutally killed on the fateful night on August, 15, 1975.

Bangabandhu’s birthday is celebrated as National Children’s Day. Later art competition, essay competition and cultural programme was organized by the High Commission. Children of the mission took part in painting, essay writing on ‘Bangabandhu and Bangladesh’. Children joined the High Commissioner in cutting a cake in utmost tribute to Bangabandhu.

The mission has chalked a series of events throughout 101st Birth Anniversary including conferences, cultural festival and art exhibition. It will publish a Coffee Table Book in memory of Bangabandhu to mark the National and Independence Day on March 26.

#

Shaban/Nice/Mosharaf/Salim/2021/2125 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩২০

**বঙ্গবন্ধুর জীবনী মানেই বাংলাদেশের ইতিহাস**

 **--স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর গোটা জীবনই আমাদের জন্য, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উৎসর্গ করে গেছেন। বিশ্বের অনেক দেশের স্বাধীনতা এসেছে হয় নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে অথবা টেবিল আলোচনার মাধ্যমে যাদেরকে কোনো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হয়নি। ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জন্য তিরিশ বছর সংগ্রাম করতে হয়েছে। আর আমাদেরকে মাত্র নয় মাস যুদ্ধ করতে হয়েছে। এই নয় মাসে দেশের মানুষ যেভাবে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই ঝাঁপিয়ে পড়ার শক্তি এসেছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের কারণে। বঙ্গবন্ধু সেই ভাষা আন্দোলন থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন স্বাধীনতা ছাড়া এ জাতির মুক্তি নাই। বঙ্গবন্ধু তাঁর ছয় দফায় স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সেই ভাষণ দেশের সাধারণ মানুষকে এক সুতোয় বেঁধে নিয়েছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধের মনোবল যুগিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর জীবন পর্যালোচনা করলে এক কথায় বলা যায়, বঙ্গবন্ধুর গোটা জীবনটাই হচ্ছে বাংলাদেশের ইতিহাস।

 আজ মহাখালীতে স¦াস্থ্য অধিদপ্তরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, করোনায় গোটা বিশ্ব যেখানে হিমশিম খেয়েছে তখন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত মাথা উচু করে দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রেখে যাচ্ছে। সবই সম্ভব হচ্ছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই। কাজেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে তাঁর সুযোগ্য কন্যার হাতকে আরো শক্তিশালী করতে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশিদ আলমের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব আব্দুল মান্নান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা, মীরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, সিডিসি ও এনসিডিসি এর পরিচালকবৃন্দসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

#

মাইদুল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩১৯

**বাংলাদেশ হাইকমিশন প্রিটোরিয়ায় বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন**

প্রিটোরিয়া (দক্ষিণ আফ্রিকা), ১৭ মার্চ :

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অসীম অবদানের কথা স্মরণের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১। জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন হাই কমিশনার নুরে হেলাল সাইফুর রহমান। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করেন হাইকমিশনের কর্মকর্তাবৃন্দ। বাণী পাঠের পর হাইকমিশনারের পরিচালনায় উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রবাসী বাংলাদেশিগণ। বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জনে বঙ্গবন্ধুর মহান অবদানের কথাও উল্লেখ করেন তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ হাইকমিশনারের সাথে কেক কাটায়ও অংশগ্রহণ করেন।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়কার আন্দোলনে তাঁর অতুলনীয় ও দূরদর্শী নেতৃত্ব, পাকিস্তানি শাসকদের সাথে তাঁর আপোষহীন আলোচনা পর্বসমূহ, যুদ্ধকালীন হিমালয়সম চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, দেশ গঠনে তাঁর পরিকল্পনাসমূহ ইত্যাদি উঠে আসে হাইকমিশনারের সমাপনী বক্তব্যে।

#

খালেদা/রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/২১৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১৮

**বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব বিশ্বের ইতিহাসে বিরল**

 **-- বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর মতো এমন নেতা ও নেতৃত্ব বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। তাঁর আদর্শ বাঙালির মাঝে চিরকাল বেঁচে থাকবে। একজন নেতার মাঝে যত ধরনের গুণাবলি থাকা সম্ভব, বঙ্গবন্ধুর মাঝে তার সবগুলোই ছিল; যে কারণে বঙ্গবন্ধু আজও আমাদের মাঝে উজ্জ্বল, চিরভাস্বর ও স্ব-মহিমায় উদ্ভাসিত। ক্ষমা, দয়া ও দানশীলতা বঙ্গবন্ধুর অন্যতম মহৎ গুণ।

 জা‌তির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মু‌জিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আজ নারায়ণগ‌ঞ্জের রূপগঞ্জ উপ‌জেলার মুড়াপাড়া সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অ‌তি‌থির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশের গরিব-দুঃখীসহ সব মানুষের আশা-আকাঙ্খার ভরসার স্থল বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তি‌নি জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা হিসেবে হাজারও বাধা অতিক্রম করে, ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে তাঁর দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। তাই দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করার মাধ্যমেই মুজিব আদর্শ বাস্তবায়ন করা সম্ভব।’

 বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে আমাদের সবাইকে সোনার মানুষ হতে হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের চেতনার মূর্ত প্রতীক। নীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপসহীন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন কোমল হৃদয় ও অসীম সহ্য ক্ষমতার অধিকারী। ত্যাগী ও সংগ্রামী নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর তুলনা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনায় সব সময় ছিল তাঁর দেশের জনগণের ও বিশ্বের মানুষের উন্নতি ও কল্যাণ। বঙ্গবন্ধুর অন্যতম মহৎ গুণ ছিল সাধারণ মানুষের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভালোবাসা ছিল প্রবল। দেশকে তিনি নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অবিচল বিশ্বাস। তিনি ছিলেন বিশ্বের মানবতাবাদী ও শান্তিকামী মানুষের আদর্শ। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু ছিলেন অসাধারণ ও তাঁর নেতৃত্বে মন্ত্রমুগ্ধের মতো জাদুকরি শক্তি ছিল। সে কারণেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে একটুও ভাবেননি। নেতৃত্বের উচ্চতায় ও চরিত্রের দৃঢ়তায় রাষ্ট্রনায়ক জননেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আর কারো তুলনা করা যায় না বলেই আমি মনে করি। বঙ্গবন্ধু এমন একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব; যিনি ত্যাগের মহিমা ও দেশপ্রেমের কঠিন পরীক্ষায় সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ।’

 মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকে সব সময়ই স্মরণ করতে হবে। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে সব সময়ই স্মরণ করবে। জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বাঙালির সত্তাকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে। স্বাধীনতাবিরোধী, কুচক্রী-যড়যন্ত্রকারীদের সেই অভিলাষ পূরণ হয়নি। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে। বঙ্গবন্ধুর হৃদয় ছিল আকাশের মতো বিশাল। ব্যক্তিত্বে তিনি ছিলেন হিমালয় পর্বতের চেয়েও উঁচু। সে কারণেই বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করায় সমগ্র বাঙালি জাতির হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে ঠিকই কিন্তু মুজিব আদর্শ ও চেতনাকে তারা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায়নি। ইতিহাসের নির্মাতা, গরিব-দুঃখী-কাঙাল বাঙালির স্বপ্নের বীরপুরুষ বঙ্গবন্ধু আজও আমাদের ভালোবাসা ও ভরসার কেন্দ্রবিন্দু। সমগ্র বাঙালির মাঝে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ চিরদিনই বেঁচে থাকবে। বর্তমান প্রজন্মসহ সমগ্র দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেই লক্ষ্য পূরণেই দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন।’

 রূপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহজাহান ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপ‌স্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপ‌তি মোহাম্মদ আব্দুল হাই ভুঁইয়া ও নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসনাত মোহাম্মদ শহীদ বাদল প্রমুখ।

#

সৈকত/রোকসানা/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১৭

**‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী**

**দশ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা’র দ্বিতীয় দিনের থিম ‘মহাকালের তর্জনী’**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 ১৭-২৬ মার্চ পর্যন্ত ‘মুজিব চিরন্তন’ প্রতিপাদ্যে প্রতিদিন পৃথক থিমভিত্তিক আলোচনা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অডিও ভিজ্যুয়াল এবং অন্যান্য বিশেষ পরিবেশনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে। আগামীকাল ১৮ মার্চ এ অনুষ্ঠানের থিম ‘মহাকালের তর্জনী’।

 মুজিব চিরন্তন প্রতিপাদ্যের ওপর টাইটেল অ্যানিমেশন ভিডিও পরিবেশনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হবে। এরপর আবহ সংগীত পরিবেশিত হবে। বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত সম্ভাষণ দেয়ার পর মহাকালের তর্জনী ভিত্তিক অডিও ভিডিও প্রদর্শিত হবে। এরপর থিমভিত্তিক আলোচনা করবেন ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন। সম্মানিত অতিথির বক্তব্য অংশে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুনসেন’র ধারণকৃত ভিডিও বার্তা প্রচারের মাধ্যমে আলোচনা পর্বের সমাপ্তি হবে।

 সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্বে বন্ধু রাষ্ট্র ভিয়েতনামের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধারণকৃত ভিডিও পরিবেশিত হবে। এরপর ‘মহাকালের তর্জনী’ থিমের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত অডিও ভিজ্যুয়ালে ফুটে উঠবে জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের নানা অধ্যায়। পটের গানের উপস্থাপনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের সাথে অর্কেস্ট্রা মিউজিক, বিভিন্ন সময়ে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত গান, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর ভিত্তি করে লাইট এবং সাউন্ড শো, দুই প্রজন্মের শিল্পীদের মেলবন্ধনে মিশ্র মিউজিক পরিবেশনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে।

 অনুষ্ঠানটি বিকাল ৫টা ১৫ মিনিটে শুরু হয়ে রাত ৮ টায় শেষ হবে। সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৬টা ৩০মিনিট পর্যন্ত ৩০ মিনিটের বিরতি থাকবে। বর্ণাঢ্য আয়োজনের এই অনুষ্ঠান সকল টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেল, অনলাইন মিডিয়ায় এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

#

নাসরীন/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩১৬

**সিডনিস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে জাতির পিতা**

**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন**

সিডনী, ১৭ মার্চ :

 ১৭ ই মার্চ বাংলাদেশ হাউসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসটির সূচনা হয়। এ সময় কনস্যুলেটের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কনসাল জেনারেল খন্দকার মাসুদুল আলম।

 এ উপলক্ষে কনস্যুলেট ভবনে স্থানীয় অভিবাসী বাংলাদেশি, কম্যুউনিটির সদস্যবৃন্দ এবং কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে এক বর্ণাঢ্য সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সূচিত অনুষ্ঠানের শুরতেই পবিত্র ধর্ম গ্রন্থসমূহ থেকে বাণী পাঠ করা হয়। এরপর জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী ও শাহাদতবরণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় মহান আল্লাহ’র রহমত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।  তাৎপর্যপূর্ণ এ দিবসে জাতীয় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দকে পাঠ করে শোনানো হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতার একচ্ছত্র নেতৃত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে কনসাল জেনারেল খন্দকার মাসুদুল আলম স্বাগত বক্তব্য রাখেন। জাতির জনকের বর্ণাঢ্য জীবনের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে কনসাল জেনারেল বলেন, বঙ্গবন্ধুর অবদান কেবলমাত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না বরং তাঁর পুরো জীবনেই তিনি দেশকে ও দেশের মানুষকে ভালোবেসে অপরিসীম কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, যা পুরো জাতির জন্য আজীবন অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি আরো বলেন সাম্প্রতিক সময়ে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সফল নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ উন্নয়নের পেছনেও রয়েছে জাতির পিতার দূরদর্শী নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জন ও দেশ পরিচালনায় তাঁর সঠিক দিক নির্দেশনা ও প্রণীত রূপরেখা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও বর্ণাঢ্য কর্মজীবন পরবর্তী প্রজন্মকে ব্যক্তি জীবনে ধারণ করার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে শিশু কিশোরদের হৃদয়ে দেশ, জাতি, সংস্কৃতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু কিশোর শিল্পীরা বাংলা ছড়া, গান, কবিতা, অভিনয়, নাচ ও সম্মিলিত বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করে। তাদের দৃষ্টিনন্দন পরিবেশনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণও এতে অংশগ্রহণ করেন।

সবশেষে কনসাল জেনারেল উপস্থিত শিশু কিশোরদের সাথে নিয়ে কেক কাটেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিশু কিশোরদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

রোকসানা/সাহেলা/মোশারফ/আব্বাস/২০২১/১৯৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১৫

**বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে কোরিয়ান শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে**

**সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বর্ণাঢ্য আয়োজন**

সিউল, ১৭ মার্চ :

 আজ সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং আনন্দমুখর পরিবেশে সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ পালন করে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে অনুষ্ঠানটি দূতাবাসের কর্মকর্তা, কোরিয়ান শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের নিয়ে সীমিত পরিসরে উদ্‌যাপন করা হয়।

 সকাল সাড়ে ৯টায় রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম কর্তৃক দূতাবাস প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের আনুষ্ঠানিকতার সূচনা হয়। সামাজিক দূরত্ব কার্যক্রম অব্যাহত থাকার কারণে শুধু দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এরপর রাষ্ট্রদূতসহ দূতাবাসের কর্মকর্তাবৃন্দ জাতির পিতার ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে বিশেষ মোনাজাত, পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ হতে পাঠ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের তাৎপর্যের ওপর আলোকপাত করা হয়। রাষ্ট্রদূত তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি জাতির পিতার রাজনৈতিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধে তাঁর মহান অবদান এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে পুননির্মাণে তাঁর কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁকে শান্তির দূত হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি জাতীয় শিশু দিবস সম্পর্কে আলোচনাকালে শিশুদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অভিভাবকদের গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন।

 দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক দক্ষিণ কোরিয়ার সকল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে "বিশ্বব্যাপী শান্তি ও মানবতার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান" বা "বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন এবং বাংলাদেশের সাফল্য" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রদূত উক্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী কোরিয়ান শিশু কিশোরদের মধ্যে পুরস্কার ও সনদ বিতরণ করেন। তাছাড়া, রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে মনোনীত কোরিয়াস্থ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ‘হবি কোরিয়া’-এর আট জন শিক্ষার্থীদের হাতেও সনদপত্র তুলে দেন। সেইসাথে, জাতির পিতার জীবন নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করা হয়।

 উল্লেখ্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সিউলস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী সেল ও ফরেন সার্ভিস একাডেমির সাথে যৌথ উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু লেকচার সিরিজ-এর ৪র্থ লেকচার ‘Bangabandhu: The Soul of Bangladesh’ শিরোনামে জুম প্ল্যাটফর্মে গত ১৫ মার্চ ২০২১ তারিখে আয়োজন করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন প্রধান অতিথি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন মুখ্য আলোচক হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম ও পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন বিশেষ অতিথি হিসেবে এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং-কেউন সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

রোকসানা/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/২২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩১৪

**কুনমিংয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস পালিত**

কুনমিং (চীন), ১৭ মার্চ :

 বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, কুনমিং, চীনে যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ পালন করা হয়।

 কনসাল জেনারেল এ এফ এম আমিনুল ইসলাম কনস্যুলেট জেনারেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জাতীয় পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলনের মাধ্যমে এ দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন। অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শাহাদত বরণকারী সদস্যদের রুহের মাগফেরাত, ও দেশের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত বাণী পাঠ, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া ‘বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং শিশুদের সাথে নিয়ে কেক কাটা হয়।

 আলোচনা অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল বাংলাদেশের ইতিহাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ও অবদানের কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন। স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি অনুসরণ করে এ দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

#

আমিনুল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২০৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১৩

**মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির সাথে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ইব্রাহিম মোহামেদ সলিহ’র (Ibrahim Mohamed Solih) সাথে সাক্ষাৎ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। আজ ঢাকায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

 এসময় চট্টগ্রাম ও মালদ্বীপের রাজধানী মালের মধ্যে সরাসরি জাহাজ চলাচলসহ দু’দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন ড. মোমেন। এছাড়া দু’দেশের নাগরিকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিসহ পর্যটন শিল্প বিকাশে উপকূলীয় নৌপথ চালু করার জন্য মালদ্বীপের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

 সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মালদ্বীপের অধিক সংখ্যক ছাত্রকে বাংলাদেশে অধ্যয়নের আহ্বান জানান। বাংলাদেশ মালদ্বীপের নাগরিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ প্রদানে আগ্রহী বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

 বাংলাদেশের তৈরি পোশাক, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, কৃষি পণ্য, হালাল খাদ্য, পাটজাত পণ্য, ঔষধ, গৃহস্থালি সামগ্রী, বাংলাদেশের তৈরি জাহাজসহ বিভিন্ন পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানির জন্য মালদ্বীপকে আহ্বান জানান ড. মোমেন।

 মালদ্বীপকে বাংলাদেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreement) এবং দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ উন্নয়ন ও সুরক্ষা চুক্তি (Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement) স্বাক্ষরের অনুরোধ জানান ড. মোমেন।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে বাংলাদেশ সফর করার জন্য মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানান। এ সময় উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

 সাক্ষাৎকালে মালদ্বীপের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল্লা শহিদ (Abdulla Shahid), বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব) মাসুদ বিন মোমেন উপস্থিত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/রোকসানা/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/২১০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩১২

**আগামী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত করতে হবে**

 **----সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আগামী প্রজন্মের মধ্যে তাঁর আদর্শ ও চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আগামী প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত করতে হবে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদপ্তর মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 নুরুজ্জামান আহমেদ বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন বঙ্গবন্ধুর আদর্শ টিকে থাকবে। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতিসত্তা উন্মোচনের মহানায়ক।

 মন্ত্রী আরো বলেন, বাঙালি ও বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষায় বঙ্গবন্ধুর রক্ত এত উজ্জীবিত ছিল, যার কাছে মরুভূমির নিষ্কলুষ সূর্যোদয় ছিলো ম্লান। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও চেতনাকে ধারণ করে সবাইকে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

 সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শেখ রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ সচিব বেগম মাহফুজা আখতার।

#

জাকির/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/২০৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১১

**৭ই মার্চের ভাষণ এখন গবেষণার অন্যতম বিষয়**

 **-- কে এম খালিদ**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ, যে কারণে ইউনেস্কো এটিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে এ ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য নতুন প্রজন্মের মাঝে সঞ্চারণের লক্ষ্যে ৭ই মার্চকে 'ক' শ্রেণিভুক্ত জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষণসমূহের বেশিরভাগই ছিল লিখিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল অলিখিত। শ্রেষ্ঠ ভাষণসমূহে শব্দ প্রক্ষেপণ হার ছিল প্রতি মিনিটে ৫৫ হতে ৬০টি। কাকতালীয়ভাবে ৭ই মার্চের ভাষণে শব্দ প্রক্ষেপণের হারও ছিল প্রতি মিনিটে ৫৮টি। সেজন্য এ ভাষণ আজ দেশে-বিদেশে গবেষণার অন্যতম বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘর আয়োজিত 'বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্লেষণ ও দিকনির্দেশনা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রধান অতিথি বলেন, সে ভাষণই শ্রেষ্ঠ যে ভাষণে সাধারণ জনগণের ভাবাবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়। যাতে থাকে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা তথা সিদ্ধান্ত, বক্তব্যের শুরু ও শেষের স্পষ্ট বিভাজন সহজে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন, এসব বৈশিষ্ট্যসমূহের সুসমন্বয় থাকার কারণেই ৭ই মার্চের ভাষণ আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

 বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বোর্ড অভ্‌ ট্রাস্টিজের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ বদরুল আরেফীন।

#

ফয়সল/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/সেলিম/২০২১/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১০

**বঙ্গবন্ধু বিশ্ব বাঙালির নেতা**

**বিএনপিকে বলবো, ইতিহাস মেনে নিন**

 **-- ড. হাছান মাহ্‌মুদ**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 বঙ্গবন্ধুর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্ব বাঙালির নেতা হিসেবে বর্ণনা করে বিএনপিকে ইতিহাস মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 আজ ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে দলীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পুষ্পস্তবক অর্পণের পর দুপুরে ঢাকায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বাংলাদেশ কৃষক লীগ আয়োজিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে সভা, দোয়া ও কৃষকদের মাঝে সার বিতরণ' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'হাজার হাজার বছরের ঘুমন্ত বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা আজকে পৃথিবীর সমস্ত বাঙালির জন্য জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশ। সেকারণে বঙ্গবন্ধু মুজিব শুধু বাংলাদেশের বাঙালিদের নেতা নন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর সব বাঙালির নেতা।'

 হাছান মাহ্মুদ বলেন, ইতিহাসের পাতায় বহু নেতার জন্ম হয়েছে, তারা মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের দেশে স্বাধীনতা এনেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যেভাবে একটি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাতে মানুষের সবচেয়ে প্রিয় যে নিজের প্রাণ, সেই প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার মানসে জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে যুদ্ধ করে এক সাগর রক্ত পাড়ি দিয়ে বাঙালি স্বাধীনতা এনেছে, বাংলাদেশের আকাশে স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যোদয় করেছে, এমন অবিস্মরণীয় নেতৃত্ব ইতিহাসে বিরল।

 স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর দ্বারপ্রান্তে এসে মুজিবশতবর্ষে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, 'জানি, বিএনপির অনেক লজ্জা যে, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই অসামান্য অর্জন এসেছে। কিন্তু সরকারকে ধন্যবাদ দিতে লজ্জা লাগলেও জাতিকে অন্তত একটা ধন্যবাদ তারা দিতে পারতেন। সেটা দিতেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন।'

 ‘বিএনপি নানা কথা বলে, খলনায়ককে নায়ক, স্কুলের বদলি দপ্তরিকে হেডমাস্টার বানাতে চায়, কিন্তু জাতির অর্জন তাদের পছন্দ নয়’ উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘পাকিস্তান হা হুতাশ করে, বাংলাদেশ তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। আর বিএনপি হা হুতাশ করে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে দেশ এতো এগিয়ে গেছে। দুই হা-হুতাশে মিল আছে।’

 ‘ইতিহাস বিকৃত করবেন না, ইতিহাসকে মেনে নিন, যারা ইতিহাস মানে না, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করে না’ বিএনপির উদ্দেশ্যে বলেন ড. হাছান।

 বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সংসদ সদস্য এডভোকেট উম্মে কুলসুম স্মৃতির সঞ্চালনায় সহসভাপতি শেখ মোহম্মদ জাহাঙ্গীর আলম এবং সংগঠনের অপর নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য দেন।

 সভাশেষে হাছান মাহ্মুদ আয়োজক ও অতিথিদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটেন, দোয়ায় অংশ নেন এবং কৃষকদের মাঝে কৃষক লীগের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে সার বিতরণ করেন।

 এর পরপরই বাদ জোহর জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আয়োজিত দোয়ায় যোগদান করেন তথ্যমন্ত্রী। বিকেলে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে জাতির পিতার জন্মশতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দশদিনব্যাপী 'মুজিব চিরন্তন' অনুষ্ঠানে যোগ দেন ড. হাছান।

#

আকরাম/রোকসানা/পাশা/মোশারফ/জয়নুল/২০২১/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৯

**ছাদ বাগান করলেই দশ শতাংশ হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ**

 **-- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 বাসা-বাড়িতে ছাদ বাগান করা হলে দশ শতাংশ হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 মন্ত্রী আজ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি ও মিস্ট ব্লোয়ারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা জানান।

 মন্ত্রী বলেন, যে সমস্ত বাসা-বাড়িতে ছাদে বৃক্ষ রোপন অর্থাৎ ছাদ বাগান করা হবে সে সমস্ত বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স দশ শতাংশ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এখন থেকে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।

 উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য নাহিদ ইজাহার খান এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ।

 এছাড়া, গেস্ট অভ্ অনার হিসেবে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, জাপান, রাশিয়া, সৌদি আরবসহ বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৮

**লিসবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদযাপন**

লিসবন, ১৭ মার্চ :

 যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস আজ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উদযাপন করেছে।

 এ উপলক্ষে ব্যানার, পোস্টার এবং ফেস্টুনের সমন্বয়ে দূতাবাসকে বর্ণিল সাজে সজ্জিত করা হয়। দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ রঙিন পোষাকে এ আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। যদিও কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে পর্তুগিজ সরকার কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধ মেনে সীমিত পরিসরে দূতাবাস এ বছর এ কর্মসূচি আয়োজন করেছে।

 সকালে চ্যান্সারি প্রাঙ্গণে রাষ্ট্রদূত তারিক আহসান দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচির সূচনা করেন।

 পরবর্তীতে পর্তুগাল সরকারের নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে চ্যান্সারি প্রাঙ্গণে এক উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দদের সাথে নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে নিয়ে জাতির পিতার জন্মবার্ষিকীর কেক কাটেন পর্তুগালে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। এরপর দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়।

 এরপর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তাগণ বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের লক্ষে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুসরনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। রাষ্ট্রদূত তারিক আহসান তাঁর বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে সকল শিশু কিশোরের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানান। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাঙ্গালির অধিকার আদায়ের আপসহীন সংগ্রামে, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে আর প্রগতিশীল মূল্যবোধের অগ্রায়নে বঙ্গবন্ধু তাঁর সমগ্র সত্তাকে নিয়োজিত করেন। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু জন্ম নিয়েছিলেন বলেই আজ আমরা একটি স্বাধীন দেশের অধিবাসী এবং জাতি হিসাবে মেধা ও মননে পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হতে পারছি। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে দূতাবাস পর্তুগাল প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে দু’টি পৃথক বয়সের ক্যাটেগরিতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। যথাসময়ে বিজয়ীদের পুরুস্কার এবং সকল প্রতিযোগীকে সনদপত্র প্রদান করা হবে।

 দূতাবাসে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক পর্বে বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত কবিতা আবত্তি করা হয়। এরপর বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চলচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

 অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ এবং সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের কামনায় মোনাজাত করা হয়।

#

বাংলাদেশ দূতাবাস, লিসবন/নাইচ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩০৭

**দুই ঐতিহাসিক স্থানকে সংযুক্ত করতে বিআরটিসি’র বাস সার্ভিস চালু**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ দু’টি স্থানকে সংযুক্ত করতে বিআরটিসি'র বাস সার্ভিস চালু হয়েছে।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজ ভার্চুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে এই বাস সার্ভিস  উদ্বোধন করেন। এই বাস সার্ভিস জাতির পিতার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া এবং স্বাধীনতার স্মৃতিবিজড়িত মুজিবনগরে চলাচল করবে।

 উদ্বোধনকালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়া এবং মেহেরপুরের মুজিবনগর এই দুইটি স্থান ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত টুঙ্গীপাড়া এবং দেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগরে গিয়ে দেশের ইতিহাসকে আরো নিবিড়ভাবে জানার আগ্রহ অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় যাতায়াতের অসুবিধার কারণে অনেকের যাওয়া হয়ে ওঠে না। এই সার্ভিস চালুর ফলে সেই অসুবিধা অনেকটাই দূর হবে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই বাসটি মুজিবনগর ও টুঙ্গীপাড়া হতে প্রতিদিন সকাল ছয়টায় ছাড়বে। ১৭-২২ মার্চ এবং ২৮-৩১ মার্চ এই দশদিনের জন্য ২০০ টাকা ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই ভাড়া যাত্রীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা হবে।

#

শিবলী/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৮১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৬

**বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ**

 **-- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। এ মুক্তি অর্জনের জন্য বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। ছয় দফার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু দেশের স্বাধীনতার বীজ রোপন করেছিলেন। ছয় দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধু পুরো বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। জনমত সৃষ্টি করতে বঙ্গবন্ধু সারা দেশ সফর করেছেন, উত্তরবঙ্গ সফরের সময় আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর সফরসঙ্গী হবার। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নৌকায় বিভিন্ন এলাকা সফর করেছি। বঙ্গবন্ধুকে অনেক কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি বলেন, স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাঙালি জাতিকে মুক্ত করা, দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা। তিনি দীর্ঘ সংগ্রাম ও স¦াধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করেছেন। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি কৃতজ্ঞ।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় টিসিবি মিলনায়তনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১’ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী আলোচনা সভা আয়োজনের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন উদার মনের মানুষ। তাঁর মানবিক গুণাবলি ছিল অসাধারণ। বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুকে আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিলেন। তিনি সারাটা জীবন বাঙালি জাতির জন্য কাজ করে গেছেন।

 বাণিজ্যসচিব ড. মো. জাফর উদ্দীনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপারসন সাবেক বাণিজ্যসচিব মো. মফিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড টেরিফ কমিশনের চেয়ারম্যান (সচিব) মুনশি শাহাবউদ্দীন ও বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলী আহমেদ।

#

বকসী/রোকসানা/পাশা/রফিকুল/জয়নুল/২০২১/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৫

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২৪ হাজার ২৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করে এক হাজার ৮৬৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫ লাখ ৬২ হাজার ৭৫২ জন।

 গত ২৪ ঘণ্টায় ১১জন-সহ এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৬০৮ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

 করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৫ লাখ ১৫ হাজার ৮৯৮ জন।

#

দলিল/রোকসানা/পাশা/রফিকুল/রেজাউল/২০২১/১৭৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩০৪

**বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন সত্তা**

 **---পর্যটন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ অভিন্ন সত্তা। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হত না, আমরা পেতাম না পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি। সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষে আজ রাজধানীতে হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও কর্তৃক   শিশুদের রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং এতিম ও দুস্থ শিশুদের মাঝে খাবার বিতরণ ও "মুজিব কর্নার" উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মাহবুব আলী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন গণমানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে ও উন্নয়নে কাজ করেছেন। দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে ও উন্নয়নের স্বার্থে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে। এ দেশ ও দেশের মানুষকে তিনি স্থান দিয়েছেন সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আমাদের পথ চলার আলোকবর্তিকা। তাঁর আদর্শকে জেনে নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার আদর্শকে সমুন্নত রেখে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার জন্য কাজ করছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন হচ্ছে আজ বঙ্গবন্ধু কন্যার হাত ধরে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বহুমাত্রিক নেতৃত্বের কারণেই আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছি।

 এরপরে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শততম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস-২০২১ উপলক্ষে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল ও হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের পৃথক পৃথক আয়োজনে কেক কাটায় অংশ নেন প্রতিমন্ত্রী ।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মিজানুর রহমান, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আলমগীর, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সুকেশ কুমার সরকার, বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের জেনারেল ম্যানেজার কেভিন ওয়ালেস, হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও এর ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার আসিফ আহমেদ প্রমুখ।

#

তানভীর/রোকসানা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৩

**বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন শত-সহস্র বছর পরেও**

 **ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে**

 **---আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দার্শনিক। তিনি বলেন বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাজনৈতিক যে দর্শন রেখে গেছেন সেটি শতসহস্র বছর পরেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চলার পথের পাথেয় ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 জনাব পলক বলেন, বঙ্গবন্ধু মানু্ষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ছিলেন বিনয়ী, ভদ্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবন ও রাজনৈতিক দর্শন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে তুলে ধরতে পারলে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। তিনি আরো বলেন, ’৭৫ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন ও দর্শন জাতির কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হয়। এ কারণে ’৭৫ এর পর জাতি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায়নি। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাংলাদেশ ছিল লক্ষ্যবিহীন তরীর মতো। দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের ফলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য নিজেদের আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নাম লিখাতে সক্ষম হয়।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও কর্মময় জীবন নিজের মধ্যে ধারণ, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিতে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে নির্মাণাধীন ‘মুজিব আমার পিতা’ এনিমেশন ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরে একটি অ্যাপ তৈরিসহ বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

 আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, বিভাগের অতিরিক্ত সচিব রিনা পারভিন, সানজিদা সুবহান, বিকর্ণ কুমার ঘোষ।

#

শহিদুল/রোকসানা/পাশা/সাহেলা/রফিকুল/আব্বাস/২০২১/১৭৩৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০২

**জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক চেতনায় শিশুদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে**

 **-শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ):

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় কোমলমতি শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যাতে আগামী দিনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

 মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে ‘শিশু অধিকার রক্ষায় বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতাকে অনুসরণ করে দেশ পরিচালনায় এগিয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ দীর্ঘ সময় রাষ্ট্র পরিচালনায় আছে বলেই দেশ শিল্পসমৃদ্ধ হয়েছে এবং এই উন্নয়নের সুফল সবাই ভোগ করছে । বঙ্গবন্ধু আজীবন গণতান্ত্রিক ও উন্নয়নের রাজনীতি করেছেন বলেই, বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের দেশ পরিচালনায় পরিপূর্ণ জ্ঞান ছিল বলেই স্বাধীনতা পরবর্তী অতি অল্প সময়েই দেশ পুনর্গঠন করতে পেরেছিলেন।

 শিল্পসচিব কে এম আলী আজমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার । সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ পাঠ করেন বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান মোঃ আরিফুর রহমান। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ গোলাম ইয়াহিয়াসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রধানগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 সেমিনারে শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৭৫ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক সরকার জাতির পিতার গড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ধ্বংস করে জাতীয় শিল্প উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করেছিল। বর্তমান সরকার দেশের শিল্পখাতকে ঢেলে সাজানোর ফলে এতে উন্নয়ন ও গুণগত পরিবর্তন এনেছে। এর ফলে বাংলাদেশ আজ স্বল্প উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উঠে এসেছে। শিল্প মন্ত্রণালয়কে উন্নয়নের এই সূচকের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, শিশুদেরকে সঠিক যত্ন নিয়ে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

 এর আগে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে শিল্পমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও শিল্পসচিব এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থা প্রধানগণ বঙ্গবন্ধু’র ম্যুরালে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ শেষে দোয়া-মোনাজাত করেন । পরে তাঁরা বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করেন।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০১

**অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৮ মার্চ ‘অমর একুশে বইমেলা’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 প্রতি বছরের মতো এবারও ‘অমর একুশে বইমেলা ২০২১’ আয়োজিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি আয়োজক সংস্থা- বাংলা একাডেমি, দেশি-বিদেশি প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে ‘অমর একুশে বইমেলা’ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারির কারণে তা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৮ মার্চ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত।

 এবারের বইমেলার মূল উপজীব্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী ও আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ উদ্‌যাপন করছি। আর এক সপ্তাহ পরে আমরা উদ্‌যাপন করবো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও লাখো শহিদের রক্তে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংগ্রাম, সমৃদ্ধি ও অর্জনের ৫০ বছর পূর্তি। আমি আনন্দিত এ কারণে যে, বাংলা একাডেমি একুশে বইমেলায় মাসব্যাপী আলোচনা অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনার ব্যবস্থা করেছে।

 আজকের এই দিনে আমি সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিকসহ সকল ভাষা শহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বাংলাভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সকল ভাষা সৈনিকের প্রতি।

 ভাষা-আন্দোলনের হাত ধরেই আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। নানা লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভাষার সংগ্রাম পরিণত হয়েছিল আমাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রামে। এজন্য অমর একুশে আমাদের শেকড়ের সন্ধান দেয়। বাংলাভাষা আজ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রাণে অনুরণিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি এখন ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’। এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য কানাডা প্রবাসী সালাম ও রফিকসহ কয়েকজন বাঙালি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকার এ বিষয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপন করে। যার ফলশ্রুতিতে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য আমি ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দাবি উত্থাপন করেছি। বিশ্বের সকল ভাষাগোষ্ঠীর মাতৃভাষা সংরক্ষণ, বিকাশ ও চর্চার লক্ষ্যে আমরা ঢাকায় ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট’ প্রতিষ্ঠা করেছি।

 মহান একুশের চেতনা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে ধারণ করে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়ন বিস্ময়। সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রচলনে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই মন ও মননের প্রকাশ এবং সুচিন্তন কর্মকে সাধুবাদ জানিয়ে সকল সহযোগিতা করে থাকে। মুক্তবুদ্ধির চর্চা, স্বাধীন মত প্রকাশ এবং শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার জন্য বর্তমানে দেশে অত্যন্ত সুন্দর ও আন্তরিক পরিবেশ বিরাজ করছে।

 জ্ঞানচর্চা ও পাঠচর্চা বিস্তারে বইমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বইমেলা এমন একটি মাধ্যম, যা জাতির অগ্রগতির ও উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বইমেলা আমাদের অস্তিত্ব, জীবনবোধ এবং চেতনাকে জাগ্রত করে। বইয়ের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও জাতির পিতার জীবন, আদর্শ ও কর্মকে যথাযথভাবে তুলে ধরবেন- লেখক ও প্রকাশকদের প্রতি এ আহ্বান জানাচ্ছি।

 আসুন, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি। সকল ভেদাভেদ ভুলে মহান একুশ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে একসঙ্গে কাজ করবো-এই হোক একুশে গ্রন্হমেলায় আমাদের অঙ্গীকার।

 আমি ‘অমর একুশে বইমেলা ২০২১’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আশরাফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/মাসুম/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৩০০

**অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২১’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বাংলা একাডেমির উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এবছরও ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২১’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। অমর একুশে বইমেলার প্রাক্বালে মহান ভাষা আন্দোলনে অমর শহিদদের স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্ৰদ্ধা।

 বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির পাদপীঠ বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিকে নানাভাবে ধারণ করে আছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্বপালন করে আসছে। এ বছর বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের স্রষ্টা এবং বাঙালি জাতির মন ও মানস গঠনে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম। তিনিই সর্বপ্রথম ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতীয় ‘বাংলা সাহিত্য সম্মেলন’ উদ্বোধন করেন। ভাষা শহিদদের রক্তস্নাত পথ ধরে গড়ে ওঠা বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা-সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি বিকাশে অনন্য একটি প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সাহিত্য, সংস্কৃতি, জীবনাচার ও জীবনসংগ্রাম অনুবাদের মাধ্যমে বৈচিত্র্যপূর্ণ বাঙালি সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করছে প্রতিষ্ঠানটি ।

 প্রাচীন চর্যাপদের পদকর্তারা প্রাকৃতজনের মুখের ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপ দিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির যাত্রাপথের সূচনা করেছিলেন। সেই বাংলা সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, শামসুর রাহমান প্রমুখের হাত ধরে বিশ্বের বুকে আজ মর্যাদাশীল ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে সাহিত্যচর্চা, সৃজনশীল ও মননশীল লেখকদের বিকাশ ও অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে অমর একুশে বইমেলা এক অনন্য আয়োজন। সারাবিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষের প্রাণের উৎসব ‘অমর একুশে বইমেলা’ বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে - এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ‘অমর একুশে বইমেলা ও অনুষ্ঠানমালা ২০২১’-এর সার্বিক সফলতা কামনা করি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরানুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কুতুব/২০২১/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯৯

**জাতির পিতার ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে**

**বঙ্গবন্ধুর প্রতি জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির শ্রদ্ধা নিবেদন**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

 আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুস্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কুতুব/২০২১/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯৮

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

**বায়তুল মুকাররমে ১০০ বার কুরআন খতম**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ):

 ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদে আজ বেলা ১১ টায় ১০০ জন কুরআনে হাফেজের মাধ্যমে ১০০ বার কুরআন খতম করা হয়।

 কুরআন খতম শেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের শহীদসদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত করা হয়। দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মুহাম্মদ মুহিবুল্লাহিল বাকী।

 দোয়া ও মুনাজাতে অন্যান্যের মধ্যে ধর্ম বিষয়ক সচিব মোঃ নূরুল ইসলাম এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

#

শারমীন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯৭

**বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে খাদ্যমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণ**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ):

 খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ খাদ্য ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

 এ সময় মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে যেমন বঙ্গবন্ধুকে চিন্তা করা যায় না, তেমনি বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের কথাও চিন্তা করা যায় না। তিনি বলেন, জাতির পিতা এদেশের মানুষের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এদেশের জনগণকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। স্বাধীনতার পর তিনি যখন বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে দেশকে পুনর্গঠন শুরু করেন, ঠিক তখনই স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তারা তাঁর আদর্শকে হত্যা করতে পারেনি। জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে মৃত বঙ্গবন্ধু আরো বেশি শক্তিশালী। তাঁর আদর্শ প্রতিটি মানুষের অন্তরে পৌঁছে গেছে।

 পরে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 সভায় খাদ্যসচিব ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শেখ মুজিবর রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

সুমন/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯৬

**প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 আজ প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লেভেল-৭ এ নির্মিত বঙ্গবন্ধু কর্নার উদ্বোধন করেন মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

 এসময় মন্ত্রী বলেন, আজ বাঙালি জাতির জন্য আনন্দের দিন। কেননা আজ বাঙালির মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন। তিনি আরো বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও ত্যাগ তুলে ধরার জন্য এই আয়োজন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুকরণ না করলে বাঙালি জাতি পথহারা হবে।

 এর আগে মন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রবাসীকল্যাণ ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীনসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

 আলোচনা সভায় মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু আমাদের দেশ স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। কিন্তু দেশ গড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি। এখন তাঁরই কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র হাত ধরে দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সবার উচিত বঙ্গবন্ধুর আদর্শ মনেপ্রাণে ধারণ করা।

#

রাশেদুজ্জামান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/কুতুব/২০২১/১৩১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯৫

**জাতীয় স্মৃতিসৌধে**

**শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ):

 মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি Ibrahim Mohamed Solih আজ সকালে সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি স্মৃতিসৌধে রক্ষিত পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন । এরপর তিনি স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে একটি ‘বকুল’ গাছের চারা রোপন করেন।

 এর আগে জাতীয়  স্মৃতিসৌধে পৌঁছালে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মো: এনামুর রহমান এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ।

 উল্লেখ্য, মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আজ সকালে ঢাকায় পৌঁছান।

#

মাহমুদুল/অনসূয়া/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯৪

**বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল উদ্বোধন করলেন সমবায় প্রতিমন্ত্রী**

মণিরামপুর (যশোর), ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ) :

 পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য আজ যশোরের মণিরামপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে এই ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের জন্য দোয়া করা হয়।

 এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাঙালি জাতি, বাংলা ভাষা তথা বাংলাদেশ অর্জনের জন্য নেপথ্যে যে মহামানব, তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্ব ব্যতীত বাংলাদেশের জন্ম সম্ভব হতো না। তিনি আরো বলেন, কৈশোরে জ্বলে ওঠা শেখ মুজিব একদিন হয়ে উঠেছিলেন বাংলাদেশের পরিপূরক একটি নাম।

 পৌর মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি কাজী মাহমুদুল হাসান এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. জাকির হোসেনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আহসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/কুতুব/২০২১/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯৩

**জাপানে বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপিত**

ঢাকা, ৩ চৈত্র (১৭ মার্চ):

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আজ জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

 অনুষ্ঠানের শুরুতে দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ দূতাবাস প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

 অনলাইন আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সদস্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। পরে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাপানি নাগরিক ও প্রবাসী বাংলাদেশি এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া মুজিববর্ষের ওপর নির্মিত ‘সূচনা সংগীত-তুমি বাংলার ধ্রুবতারা..’ পরিবেশন করা হয়।

 রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও মুক্তির দূত। বঙ্গবন্ধু শুধু একক ব্যক্তিসত্তা নন, তিনি এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। বঙ্গবন্ধু হলেন সর্বজনীন, তাঁর আকাশের মতো বিশাল হৃদয় জুড়ে ছিল মানুষের প্রতি মায়া, মমতা, ও ভালোবাসা। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে শিশু-কিশোর, যুবকসহ সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

 অনুষ্ঠানে শিশু দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের প্রতিনিধি হিসেবে দুইজন রাদিয়া ও রায়না বক্তব্য প্রদান করেন। পরে জাপান প্রবাসী বাংলাদেশিগণ এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এসময় তাঁরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘ভিশন-২০৪১’ বাস্তবায়ন করে দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

 এছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশিদের পরিবেশন করা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ভিডিও চিত্র এবং জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র “আমাদের বঙ্গবন্ধু” প্রদর্শন করা হয়। এবছর মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে টোকিও দূতাবাস স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনলাইনে কুইজ ও শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।

#

শিপলু/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১১০০ ঘণ্টা